তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৬১৯

**ত্রাণের সাথে এবার ডিম বিতরণ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে):

 সুষম ও পুষ্টিকর খাবারের  চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী  মো: শাহরিয়ার আলম তাঁর নির্বাচনী এলাকা রাজশাহীর চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি ডিম বিতরণ করেছেন।

 স্থানীয় খামার থেকে ডিম সংগ্রহ করা হচ্ছে । প্রথম পর্যায়ে এক লাখ ৫০ হাজার ডিম বিতরণ করা হবে। তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার সকল উপকারভোগীদের মাঝে ডিম বিতরণ করা হবে বলে জানান। বাঘা উপজেলার আড়ানী ইউনিয়নের ৯০টি পরিবারের মাঝে গতকাল চাল, সবজি ও ডিম বিতরণ করা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী ইতোমধ্যে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় প্রায় ১২ হাজার অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে মৌসুমী সবজি বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন। চলমান করোনা সংকটের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার অসচ্ছল ও দরিদ্র মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন মৌসুমী সবজি সরাসরি কৃষকের ক্ষেত থেকে ন্যায্য মূল্যে কিনে বিতরণের উদ্যোগ নেন। ফলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষকরা যেমন তাদের উৎপাদিত সবজি ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারছেন, তেমনি অসচ্ছল, কর্মহীন ও দরিদ্রদের সবজির চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

 এরই ধারাবাহিকতায় অসহায় ও অসচ্ছল মানুষের সুষম ও পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা পূরণে চাল ও সবজির পাশাপাশি ডিম বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

#

তৌহিদুল/গিয়াস/কামাল/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৬১৮

**ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

 করোনা ভাইরাসের মত দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার।
         ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এক লাখ ৩৩ হাজার ৪১৫ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৩ হাজার মেট্রিক টন ।

 নগদ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৭২ কোটি  টাকা । এরমধ্যে নগদ বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৮ কোটি টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ৪৭ কোটি টাকা। প্রায় ৯০ লাখ পরিবারের ৪ কোটির অধিক মানুষ এতে উপকৃত হয়েছে।

 শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ১৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দশ কোটি ৩০ লাখ ৩০ হাজার টাকা । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪৮ টি এবং লোক সংখ্যা ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৫৭ জন।

#

সেলিম/গিয়াস/কামাল/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা